হায়ামিন
ব্যথা নিবারক ও জীবাণুনাশক

বিবরণ ঃ
হায়ামিন কর্পূর, থাইমল, মেনথল ও ইউক্যালিপটাস অয়েল সহ অন্যান্য ভেষজ উপাদান সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ও নিরাপদ ইউনানী ঔষধ। যা বহু রোগের আরোগ্যে কার্যকরী। হায়ামিন সর্দি, কান ব্যথা, দাঁত ব্যথা, মাথা ব্যথা, কাটা-ছিড়া, কীট-পতঙ্গের দংশন, পেটফাপা, বমি, বমি বমি ভাব ও বদহজম জনিত সমস্যায় অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ।

উপাদান ঃ প্রতি ৫ মিলি এ আছে-

কর্পূর	১৬১৫.৫ মিগ্রা
থায়মল	৮০৭.৫ মিগ্রা
ম্যানথল	৪০৪ মিগ্রা
ইউক্যালিপ্টাস তেল	০.৫১৯ মিলি
ক্যারাওয়ে তেল	০.২৫৯ মিলি
এ্যানিসি তেল	০.১৯২ মিলি

এবং অন্যান্য উপাদান
(সূত্রঃ আবে হায়াত, বা. জা.ই.ফ) ইউনানী ঔষধ

রোগ নির্দেশঃ মাথাব্যথা, কানব্যথা, দন্তশূল, পৃষ্ঠবেদনা, সর্দি, নাকের সর্দি, কাটা-ছিড়া, কীট-পতঙ্গের দংশন, পেটব্যথা, দাস্ত, উদরাময়, বমি, অজীর্ণ, পেটফাপা।

ব্যবহার ও সেবনবিধিঃ

সর্দি ঃ ২ ফোঁটা হায়ামিন ২ ফোঁটা নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার নাকে প্রয়োগ করুন।
কানব্যথা ঃ ২ ফোঁটা হায়ামিন ২ ফোঁটা সরিষার তেলের সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত কানে দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করুন।

দাঁতব্যথা ঃ প্রয়োজনমতো হায়ামিন তুলা দিয়ে আক্রান্ত স্থানে দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করুন।

মাথাব্যথা ঃ একটি সুতি কাপড়ের টুকরা বা তুলা হায়ামিন এ ভিজিয়ে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করুন।

কাটা-ছিড়া ঃ প্রয়োজনমতো হায়ামিন তুলা দিয়ে আক্রান্ত স্থানে দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করুন।

কীট-পতঙ্গের দংশন ঃ প্রয়োজনমতো হায়ামিন তুলা দিয়ে আক্রান্ত স্থানে দিনে ২-৩বার প্রয়োগ করুন।

পেটফাঁপা ঃ ২-৪ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার সেবন করুন। শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার সেবন করাতে হবে।

বমি বমি ভাব ঃ ২-৪ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন ৩-৪ বার সেবন করুন। শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার সেবন করাতে হবে।

বমি ঃ ২-৪ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন ৩-৪ বার সেবন করুন। শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার সেবন করাতে হবে।

বদহজম ঃ ২-৪ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন ৩-৪ বার সেবন করুন। শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ফোঁটা হায়ামিন ১ কাপ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার সেবন করাতে হবে। প্রতিনির্দেশ ঃ কোন প্রতিনির্দেশ নাই ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার ও সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

সতর্কতা ঃ হায়ামিন চোখের ভিতরে ও চোখের চারপাশে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ।

সংরক্ষণ ঃ আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

পরিবেশনা ঃ ১৫ মিলি প্লাষ্টিক কন্টেইনার।

Neptune
নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ
গাজীপুর-বাংলাদেশ